ivq ev¯—evq‡bi প্রত্যাশা

বহুল আলোচিত গাজীপুর-২ আসনের আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার রায় হলো। রায়ে ২২ জনের মৃত্যুদন্ড ও ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ঘোষণা করেছেন দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক। হত্যাকান্ড ঘটার ১১ মাসের মাথায় এ রকম রাজনৈতিক হত্যা মামলার রায় দেয়া হয়েছে। এ রায়ে একটা বিষয় ¯úó হয়েছে যে, সরকার আন্তরিক হলে যেকোনো জনহিতকর বিষয়ের সুষ্ঠু সুরাহা করা সম্ভব। আমরা সাধারণ জনগণ আশা করি অতি দ্রুত এই মামলার রায় কার্যকর হবে।

সরকারের দ্রুত বিচার আদালত গঠনের সঙ্গে এ রকম জনগুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত মামলাগুলোর রায় হচ্ছে বেশ দ্রুততার সঙ্গে। এ বিষয়ে সরকারের সদিচ্ছা আরো দেখতে চাই। যে গতিতে ট্রাইব্যুনাল মামলা নিস্পত্তি হচ্ছে, একইভাবে উচ্চ আদালতে তা নিস্পত্তি হওয়া চাই। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, নিম্ন আদালতের দেয়া রায় উচ্চ আদালতে এসে থমকে যাচ্ছে। যার ফলে নিম্ন আদালতে নতুন প্রথায় দ্রুত নিস্পত্তি হওয়া মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে সাধারণ মানুষ আশাবাদী হতে পারছে না। গত ২০০২ সালের ২৪ অক্টোবর দ্রুত ট্রাইব্যুনাল আইন প্রণয়নের পর দেশে ৯টি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এ সময়ের মধ্যে ৯টি ট্রাইব্যুনালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মনিটরিং সেল ৭১০টি মামলা স্থানান্তর করে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মামলা ট্রাইব্যুনালে নিস্পত্তি হয়। তন্মধ্যে প্রায় ৪০০ মামলায় আসামির সাজা হয়েছে। এতে মৃত্যুদন্ড হয়েছে ২৪৩ জনের। কিন্তু উচ্চ আদালতে এখন পর্যন্ত ওইসব মামলার শুনানি শুরু না হওয়ায় কোনো শাস্তিই কার্যকর করা যায়নি বা এসব মামলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়নি। যার ফলে দ্রুত বিচারের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকেনি। আইন মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, প্রধান বিচারপতি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলা নিস্পত্তির জন্য ৪টি বেঞ্চ গঠন করেন। কিন্তু এর কোনোটিতেই শুনানির তালিকায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মামলা নেই। বেঞ্চগুলোতে '৯৯ সালের মামলার শুনানি হচ্ছে। এটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে কোনো মামলা শুনানির জন্য প্রস্তুতি নেই। যার ফলে দ্রুত ট্রাইব্যুনালে নিম্ন আদালতে নিস্পত্তিকৃত মামলা চূড়ান্তভাবে কবে উচ্চ আদালতে হবে তা কেউ সঠিক বলতে পারছে না। এই কারণে আশঙ্কা হয়, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল যেন শুধু জনগণের আইওয়াশের ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায়। সরকার দেশ ও জনগণের স্বার্থেই বিচারগুলোর দ্রুত নিস্পত্তি করবে।

আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার রায়ে বিএনপি নেতা নূরুল ইসলাম সরকারসহ ২২ জন আসামিকে ডাবল ফাঁসি এবং ৬ জনকে ডাবল যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। বেকসুর খালাস পেয়েছে দু'জন। গত ১৬ এপ্রিল দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক শাহেদ নূরুদ্দিন এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন।

আদালতের এ রায় মেনে নিয়েছে আহসানউল্লা মাষ্টারের পরিবার। রায় ঘোষণার পর মাস্টারের বড় ছেলে সাংসদ জাহিদ আহসান রাসেল এ প্রতিবেদককে রায়ের সন্তুষ্টি শিকার করে বলেন, এখন দেখার বিষয় রায়টি কত দ্রুত কার্যকর হয়। তিনি আরো বলেন, বাবাকে আমরা ফিরে পাবো না। কিন্তু বাবা হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে। তবে এ বিচারের রায় যতদিন কার্যকর না হচ্ছে ততদিন আমরা আশ্বস্ত হতে পারছি না।

জাহিদ আহসান রাসেলের মতো সারা দেশের মানুষের মনে শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে- বিচারের রায় কার্যকর করতে বিলম্ব ঘটিয়ে খুনিদের রক্ষা করা হবে কি না। এ মামলাও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মতো ডিপ ফ্রিজে স্থান পাবে কি না।

mxgv‡š— †iW G¨vjvU

ঢাকায় বিডিআর-বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ের চার দিনব্যাপী (১৩ থেকে ১৬ এপ্রিল) বৈঠক কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া, পুশইন, সন্ত্রাসী সংগঠনসহ উত্থাপিত সীমান্ত ইস্যুতে কোনো পক্ষই সমাধানের জন্য একমত হতে পারেনি। সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফের সমন্বিত টহলদানের বিষয়টি ছাড়া উল্লেখ করার মতো আর কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্ত হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা ঢাকায় যখন সীমান্ত সম্মেলনের ইতি টানা হচ্ছিল, ঠিক তখনই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে এ ধরনের বৈঠকের যে কোনো অর্থ হয় না সে কথাই জানিয়ে দিয়েছে।

গত ১৭ এপ্রিল একদল বিএসএফ সদস্য ফকিরমুড়া ও আনোয়ারপুর দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। বিডিআর বাধা দিলে তারা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে। বিডিআরও পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়। দু'পক্ষের মধ্যে একনাগাড়ে ৩ ঘন্টা গুলিবিনিময় হয়। এতে একজন বাংলাদেশী শিশু এবং বিএসএফ সদস্য নিহত হয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে সীমান্তের ১০টি গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে গেছে। সীমান্তে বিরাজ করছে তুমুল উত্তেজনা। ওপারে বিএসএফ শক্তি বৃদ্ধি করে রণমুখী অবস্থান নিয়েছে। বিডিআরও শক্তি বাড়িয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে যুদ্ধংদেহী অবস্থা আরো ভয়াবহ হতে পারে। আখাউড়া সীমান্তের ঘটনা বছর জুড়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশীদের নির্বিচারে হত্যার বিষয়ে বিএসএফ-এর ওদ্ধত্যই প্রমাণ করে।

শুধু যে এবারই মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক ব্যর্থ হলো তা নয়, ইতিপূর্বেকার অধিকাংশ সম্মেলনই এভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলন ছাড়াও দু'পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায়ই বৈঠক হয়।